‘৩৫ বছরে বাংলাদেশ‘
৪র্থ পর্ব

মুক্তমনার সৌজন্যে ডয়চে ভেলে বাংলার এই বিশেষ আয়োজন চলবে ১৬’ই ডিসেম্বর ২০০৫ থেকে ২৬’শে মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত।

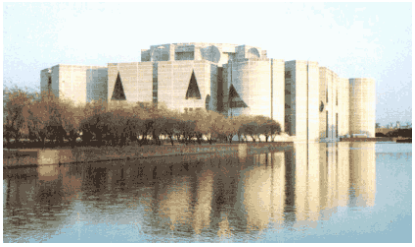

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনী

সংবিধান থেকে ক্রমশঃ মুছে দেয়া হয়েছে সুষম সমাজের স্বপ্ন!

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশে একটি সুলিখিত সংবিধান প্রণীত হয়। দেশে-বিদেশে প্রশংসিত এই সংবিধানটিকে মোট ১৪টি সংশোধনী বরণ করতে হয়েছে।

৩৫ বছরে বাংলাদেশ-এর চতুর্থ পর্বে বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনী বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড.এম জহির এবং ড. শাহদীন মালিক।
কেবলমাত্র দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ সংশোধনী ছাড়া আর কোন সংশোধনীই ঠিক জনস্বার্থে হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন না।
৫মও৭ম সংশোধনীর মাধ্যমে যথাক্রমে জেনারেল জিয়া ও এরশাদের সামরিক শাসনকে বৈধতা দেবার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে বলে আলোচকরা অভিমত রেখেছেন।
৮ম সংশোধনীতে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করায় পর্যবেক্ষকেরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।
ড.জহির আশংকা প্রকাশ করেছেন,তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্হা নিয়ে চলমান বিতর্ক দেশকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।
ড. মালিক দুঃখ করে বলেছেন সংবিধানের সম্পদের সুষম বন্টনের অঙ্গীকার মুছে দিয়ে সমাজে তৈরী করা হয়েছে ধনী-দরিদ্রের মাঝে এক ধূসর বিভাজন।

আব্দুল্লাহ আল-ফারূক,মাসকাওয়াথ আহসান

নিচের লেখাটিতে ক্লিক করে অনুষ্ঠান শোনার আমন্ত্রন রইলো।